Gobardanga Hindu College

Department of History

2nd semester GE/DSC

প্রশ্ন:- বাংলায় তুর্কি অভিযান

তুর্কি, জাতি তেরো শতকের প্রারম্ভে প্রথম মুসলিম বিজেতা বখতিয়ার খলজীর সঙ্গে বাংলায় তুর্কিদের আগমন ঘটে। বখতিয়ার খলজী ছিলেন তুর্কি জাতির খলজী গোত্রসম্ভূত। এঁরা সিস্তানের পূর্ব সীমান্তের গড়মসির নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বর্তমানে স্থানটির নাম দাশ্ত-ই-মার্গো।বখতিয়ার ও অন্যান্য তুর্কিরা উন্নততর জীবিকার সন্ধানে জন্মভূমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। গৌড় (লক্ষ্মণাবতী) ও তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার পর বখতিয়ার খলজী শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তাঁর অধীনস্থ রাজ্যকে কয়েকটি ইকতায় বিভক্ত করেন এবং তিনজন প্রতিনিধির ওপর এগুলির শাসনভার ন্যস্ত করেন। এঁরা ছিলেন আলী মর্দান খলজী, মুহম্মদ শিরাণ খলজী ও হুসামউদ্দীন ইওজ খলজী। এছাড়া তিনি মুসলিম সমাজ বিকাশেও কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসবের মধ্যে ছিল মসজিদ, মাদ্রাসা এবং সুফি সাধকদের জন্য খানকাহ প্রতিষ্ঠা। বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর তাঁর তিন সেনাপতি মুহম্মদ শিরাণ খলজী, আলী মর্দান খলজী ও হুসামউদ্দীন ইওজ খলজীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এঁরা একের পর এক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এ খলজী মালিকদের মধ্যে হুসামউদ্দীন ইওজ খলজী

ছিলেন সবচেয়ে সফল শাসক। তিনি ছিলেন শান্ত, সুচতুর, বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। ১২১২ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী উপাধি ধারণ করেন। তিনি বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মহাসড়ক নির্মাণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ। কৌশলগত কারণে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ ও একটি নৌবহর গড়ে তোলেন।

বাংলা যখন খলজীদের শাসনাধীনে তখন ইলবারি তুর্কিগণ দিল্লিতে রাজত্ব করছিলেন। তাঁরা লক্ষ্মণাবতীতে খলজী সার্বভৌমত্বকে সুনজরে দেখেন নি। সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ ছিলেন ইলবারি তুর্কি। তিনি লক্ষমণাবতীর স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেন নি। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইওজ খলজীকে পরাজিত করে লক্ষ্মণাবতী দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। খলজীরা তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী ষাট বছর লক্ষ্মণাবতী শাসন করেন দিল্লির ইলবারিগণ। ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর তুর্কি অভিজাতগণ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং সুলতানগণ তাঁদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন। দিল্লি থেকে প্রেরিত বাংলার গভর্নরগণ ছিলেন তুর্কি অভিজাত শ্রেণিভুক্ত। তাঁরা সকলেই ছিলেন উচ্চাভিলাষী। কখনও কখনও তাঁরা লক্ষ্মণাবতীর ক্ষমতা দখলের জন্য একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ফলে লক্ষ্মণাবতীর মুসলিম রাজ্যের সম্প্রসারণ ব্যাহত হয়। দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন এর মৃত্যুর (১২৮৭) পর কলহ আরও চরমে পৌঁছে। এ সুযোগে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে জালালুদ্দীন ফিরুজ শাহের নেতৃত্বে খলজীগণ দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। বলবনের পুত্র বুগরা খান বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ উপাধি গ্রহণ

করেন। এভাবেই দিল্লিতে ইলবারি তুর্কিরা ক্ষমতা হারান এবং খলজীগণ তা দখল করেন। অন্যদিকে ইলবারিগণ বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

১২৯০ থেকে ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় বাংলার মুসলিম রাজ্য সাতগাঁও, সোনারগাঁও, ময়মনসিংহ ও সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলক এক অভিযান চালিয়ে লক্ষমণাবতী দখল করেন। বাংলায় তুগলক (কারাউনা তুর্কি) শাসন ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সোনারগাঁয়ে স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে আলাউদ্দীন আলী শাহ লক্ষ্মণাবতীতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অবশেষে সিজিস্তান থেকে আগত তুর্কি ভাগ্যান্বেষী হাজী ইলিয়াস লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন দখল করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করেন। তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তুর্কি শাসনের নবযুগের সূচনা হয়। ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলা স্বীয় অধিকারে আনেন এবং লক্ষ্মণাবতী রাজ্যকে বাঙ্গালাহ রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। বাংলায় ইলিয়াস শাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকাল ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এর মধ্যবর্তী ২৩ বছর (১৪১২ থেকে ১৪৩৫ খ্রি.) রাজা গণেশ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইলিয়াস শাহী বংশের সর্বশেষ সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ তাঁর হাবশী ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হলে বাংলায় তুর্কি শাসনের অবসান ঘটে।

সমাপ্ত